RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IV, No. 1, April, 2019, pp. 54-64.

ন্যায়ের বিচারে জাতি

Biswanath Pramanik
Assistant Professor,
Department of Philosophy,
Pritilata Waddedar Mahavidyalaya,
Nadia, India.
biswanathpramanik.001@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structured Abstract):

উদ্দেশ্য (Purpose): ন্যায়শাস্ত্র একটি বিচারশাস্ত্র । বিচারশাস্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে বিচার । বিচার বলতে পক্ষে - বিপক্ষে যুক্তির পর্যালোচনাকে বোঝায় । বিচারস্থল মাত্রেই পক্ষ (বাদী) ও প্রতিপক্ষ (প্রতিবাদী) বর্তমান । মূলতঃ বাদ , জল্প ও বিতণ্ডা -এই তিনটি স্থলকে বিচারের স্থল বলা হয় । বিচার স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভ । আর এই উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী যখন বাদীর যুক্তিকে সদুত্তর দ্বারা খণ্ডন করতে পারেন না তখন পরাজয় ভয়ে একেবারে নীরব না থেকে তিনি জাত্যুত্তর বা অসদুত্তর অর্থাৎ জাতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হন । কিন্তু প্রশ্ন হল এই ত্রিবিধ বিচার স্থলের সর্বত্রই কি জাতির প্রয়োগ হতে পারে , না কি স্থল বিশেষে এই জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হয় - এটা দেখানোই এই গবেষনা নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

গবেষনা পদ্ধতি (Methodology): এই প্রবন্ধে মূলত পাঠাগার ভিত্তিক গবেষনা পদ্ধতির সাহায্যে নেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন পাঠাগার থেকে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা সংগ্রহ করে এই গবেষনা পত্রটি তৈরি করা হয়েছে । এই গবেষনা পত্রটি মূলত বিশ্লেষনাত্মক ।

অনুসন্ধান (Finding) / মৌলিকতা (Originality): বাদ জল্প ও বিতণ্ডা - এই ত্রিবিধ বিচার স্থলের মধ্যে কেবল জল্প ও বিতণ্ডা স্থলেই জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হতে পারে, বাদ স্থলে জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হতে পারে না ।

আলোচ্য বিষয়সূচী (Keywords): i) জাতি ii) বাদ iii) জল্প iv) বিতণ্ডা ।

প্রবন্ধটির ধরন (Paper Type): গবেষনা পত্র ।

মূল প্রবন্ধ

ন্যায় দর্শনের প্রনেতা মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়সূত্র’ গ্রন্থে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ যে ষোলটি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞানের কথা বলেছেন তার মধ্যে পঞ্চদশ পদার্থ হল ‘জাতি’।[১] ‘জাতি’ শব্দটি ‘জন্ম’, ‘সামান্যধর্ম’

প্রভৃতি নানা অর্থে প্রযুক্ত হলেও ন্যায়দর্শনের সর্বপ্রথম সূত্রে যে, পারিভাষিক 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে তার অর্থ হল প্রতিবাদীর 'অসদুত্তর' বিশেষ । মহর্ষি গৌতমের মতে , বাদী কোন সাধ্য সাধনের জন্য হেতু বা হেত্বাভাসের প্রয়োগ করলে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করে সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ জন্মে , অথবা সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য বলে যে দোষোদ্ভাবন করা হয় , তাই জাতি ।[২] বাদীর পক্ষ খন্ডন করতে তৎপর হয়ে প্রতিবাদী যদি এমন উত্তর দেন যা স্বব্যাঘাতক অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ব্যাহত করে , তাহলে প্রতিবাদীর সেই অসদুত্তরই 'জাতি' বলে পরিগনিত হবে ।[৩] সুতরাং এখানে 'জাতি' শব্দটি প্রতিবাদীর অসদুত্তর অর্থে পারিভাষিক । প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খন্ডনের জন্য কোন হেত্বাভাসের উল্লেখ করলে অথবা কোন প্রকার 'ছল' করলে তাও প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ হয় বলে প্রত্যবস্থান (বাদীর প্রতিকূলভাবে প্রতিবাদীর অবস্থান) মাত্রই জাতি নয় , কেবল সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থানই জাতি । যেমন - কোন বাদী যদি বলেন যে, 'শব্দঃ অনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ' অর্থাৎ শব্দ হল অনিত্য , যেহেতু তা কার্য্য , যেমন ঘট । বাদী এভাবে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করলে প্রতিবাদী যদি বলেন - শব্দে ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব যেমন আছে , তেমনি আকাশের সাধর্ম্য অমূর্তত্বত্ত থাকায় শব্দ আকাশের ন্যায় নিত্য হোক । এখানে প্রতিবাদীর এরূপ উত্তরই হল অসদুত্তর বা জাতি । এটা অসদুত্তর তার কারন এক্ষেত্রে বাদীর প্রযুক্ত হেতু কার্যত্ব , তার সাধ্য ধর্ম অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট । কারন যে যে পদার্থে কার্য্যত্ব আছে , সে সমস্তই অনিত্য । কিন্তু প্রতিবাদীর অভিমত অমূর্তত্ব হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী । কারন অমূর্ত পদার্থ মাত্রই নিত্য নয় । কাজেই প্রতিবাদী ঐ হেতু ব্যভিচার দোষ দুষ্ট হওয়ায় তার ঐ উত্তরকে সদুত্তর বলা যায় না , তা অসদুত্তর ।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে , জাতি তো একপ্রকার অসদুত্তর কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র একটি মোক্ষশাস্ত্র, আর যেহেতু তা মোক্ষশাস্ত্র সেহেতু এই মোক্ষশাস্ত্রের কোন্ স্থলে জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হতে পারে ?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বিচার স্থলে এই জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হতে পারে । কারণ বিচারস্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য হল জয়লাভ , আর এই জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী যখন বাদীকে সদুত্তরের দ্বারা পরাজিত করতে পারেন না , তখন তিনি জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ করেন । কিন্তু এই বিচার বাদ , জল্প ও বিতন্ডা ভেদে ত্রিবিধ হওয়ায় আবারও প্রশ্ন ওঠে যে , এই ত্রিবিধ বিচার স্থলেই কি জাতির প্রয়োগ হতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের বিচারের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক । সেকারনে বিচারের স্বরূপ তথা বাদ, জল্প ও বিতন্ডার স্বরূপ নিয়ে এস্থলে আলোচনা করা হল । বিচার বলতে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির পর্যালোচনাকে বোঝায় । বিচারস্থল মাত্রেই পক্ষ প্রতিপক্ষ বর্তমান । পক্ষ বলতে কোনও ধর্মী সম্পর্কে স্বীকৃত

বিশেষ ধর্মকে বোঝায় । আবার বিপক্ষ বলতে ঐ ধর্মী সম্পর্কে স্বীকৃত ভিন্ন ধর্মকে বোঝায় । কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত ধর্ম পূর্ব স্বীকৃত ধর্মের বিরোধী । যেমন আত্মাকে কেউ কেউ নিত্য বলে স্বীকার করেন। কেউ বা তাকে অনিত্য বলেন । আত্মার নিত্যত্ব ধর্ম আত্মার অনিত্যত্ব ধর্ম যথাক্রমে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ রূপে গণ্য হতে পারে ।[৪] উক্ত পক্ষদ্বয়কে যাঁরা বিচারে নিজ নিজ পক্ষরূপে গ্রহন করেন তাঁরাও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ নামে অভিহিত হন । ধরা যাক্ বিচার স্থলে দুটি পক্ষ উপস্থিত । উভয় পক্ষই নিজ নিজ মত স্থাপনার্থে যুক্তি প্রয়োগ করে থাকে । বিচারে অংশগ্রহনকারীর কর্তব্য কিন্তু তাতেই সমাপ্ত হয় না । বিপক্ষের মত খন্ডন করাও তাঁর অবশ্য কর্তব্য । আবার বিপক্ষের উপস্থাপিত আপত্তির খন্ডন না করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয় । সর্বক্ষেত্রে পক্ষ ও বিপক্ষ যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা উপস্থাপিত হয় তা নয় । তা কল্পনা করেও নেওয়া হয় । একই ব্যক্তি পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ বিবেচনা করেন । এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা-ই ন্যায়দর্শন স্বীকৃত নির্ণয় পদার্থ ।

বাদ , জল্প ও বিতন্ডা ভেদে এই বিচার ত্রিবিধ । এই ত্রিবিধ বিচারের মধ্যে জল্প ও বিতন্ডাস্থলে যাঁদের উপস্থিতি স্বীকার করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন বাদী , প্রতিবাদী , অন্যান্য সদস্যগণ, সভাপতি ও মধ্যস্থ । বিচারে অংশগ্রহন করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয় । কথায় অংশগ্রহনকারী পুরুষ হবেন তত্ত্বনির্ণয়ার্থী অথবা বিজয় অভিলাষী । যেহেতু কথাও দ্বিবিধ তত্ত্ববুভুৎসু ও বিজিগীষু কথা । যাঁরা কথার নির্ব্বাহক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং বাক্যশ্রবণাদিপটু অর্থাৎ বধির বা প্রমত্ত নন এবং যাঁরা সর্ব্বজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং কলহ করেন না, তাঁরা কথাধিকারী ।[৫] যাঁরা কেবল তত্ত্ব নির্ণয়েচ্ছু এবং প্রকৃত বিষয়েই বাক্যবক্তা এবং যথাকালে যাঁদের উত্তরের স্ফূর্ত্তি হয় এবং যাঁরা যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ববোদ্ধা এবং জ্ঞাতসত্যের অপলাপ করেন না তাঁরাই বাদ কথার অধিকারী । বাদ কথায় অংশগ্রহণ করার জন্য অতিরিক্ত শর্ত পূরণ করা আবশ্যক । কোনও রাজা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন সভাপতি ।[৬] সভাপতির কাজ হচ্ছে উপযুক্ত মধ্যস্থ নির্ণয় করা । তিনি রাগাদিশূন্য হবেন । তিনি বাদী ও প্রতিবাদীর নিষ্পন্ন কথার ফল প্রতিপাদন করবেন ।[৭] বিচারে অংশগ্রহণের পূর্বে যদি কোনও পদার্থ পণ হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে , তবে তা প্রদান করবেন জয়-পরাজয় ঘোষণা করার অনন্তর । বিজয়ী প্রার্থীকে সম্মানার্থে ছত্র-চামরাদি দান করবেন ।[৮] মধ্যস্থ নির্বাচনের জন্যও কতগুলি শর্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন । মধ্যস্থকে বাদী প্রতিবাদী সম্মত হতে হবে , রাগদ্বেষশূন্য হতে হবে । তিনি হবেন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁকে অপরের বক্তব্য অনুধাবনে ও তার প্রতিপাদনে সমর্থ হতে হবে । বিষম সংখ্যক মধ্যস্থ নিয়োগের কথা স্বীকার করা হয়েছে । তার কারণ হয়তো এই যে, মধ্যস্থ গণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হলে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যকের মতই গ্রাহ্য হবে । মধ্যস্থের দ্বারা সম্পাদনীয় বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের গুণ-দোষ অবধারন , ভগ্নপ্রতিবাদি প্রবোধন , নিষ্পন্ন কথা ফল প্রতিপাদন ইত্যাদি । সদস্যদের কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে বরদরাজ বলেছেন বাদি

প্রতিবাদী নিয়মন , পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণোদ্ভাবন , কথকের গুণদোষাবধারণ পরাজিতকে প্রবোধ দান ইত্যাদি ।[৯] বাদ কথা তত্ত্বনির্ণয় লাভের জন্য সম্পাদিত হয় বলে উক্ত উদ্দেশ্যে সভাপতি , মধ্যস্থের প্রয়োজন নেই । তবে দৈবাগত মধ্যস্থের পরিবর্জনের কথাও বলা হয়নি ।

বাদ বিচারের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-বাদ হচ্ছে তত্ত্ববুভুৎসু কথা । জয়-পরাজয়ের চিন্তা না করে কেবল সত্য নির্ণয় বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যুক্তিসম্মত আলোচনা হচ্ছে বাদ । বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই, পরমত খন্ডনের অভিপ্রায় থাকলেও , জয়লাভের ইচ্ছা প্রাধান্য পায় না । উভয় পক্ষেরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে তত্ত্ব নিরূপন । সহজকথায় , তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যাক্তিদের আলোচনাই হচ্ছে বাদ । গুরু শিষ্যের দার্শনিক আলোচনা বাদ আলোচনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এখানে উভয়ের লক্ষ্য সত্যকে জানা । বাদ বিচারে উভয় পক্ষ বর্তমান । বস্তুতঃপক্ষে তাঁদের প্রকৃত অর্থে বাদী প্রতিবাদী বলা না গেলেও একই ধর্মী বিষয়ে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়কে বিচারে নিজ নিজ পক্ষরূপে উপস্থাপনা করেন । উভয় পক্ষই নিজ নিজ পক্ষ সাধন করার চেষ্টা করেন । প্রায়শঃই এ বিচার তত্ত্ব নির্ণয়ে পরিসমাপ্ত হয় ।[১০] বাদিবিনোদ গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র কর্তৃক বাদ বিচারের ক্রম প্রদর্শিত হয়েছে । ধরা যাক্ তত্ত্ববুভুৎসু একজন শব্দো অনিত্য এ পক্ষের উপস্থাপনা করলেন । অপরজন শব্দের নিত্যত্ব পক্ষ উপস্থাপনা করলেন । ফলস্বরূপ এরূপ সংশয়ের সূচনা হয় শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য । শব্দ অনিত্যত্ব পক্ষ অবলম্বনকারী বাদী শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার্থে কৃতকত্বকে হেতুরূপে উপস্থাপনা করেন । যা যা কৃতক তা তা অনিত্য যেমন ঘট , এভাবে ব্যাপ্তির উপস্থাপনা করেন । '' অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কৃতকত্ববান্ অয়ম '' অর্থাৎ অনিত্যত্বর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কৃতকত্ব বিশিষ্ট শব্দ এ আকারে উপনয় বাক্যের উপস্থাপনা করেন । সুতরাং শব্দ অনিত্য এরূপ নিগমন বচন উপস্থাপনা করেন । সুতরাং শব্দ অনিত্য এরূপ নিগমন বচন উপস্থাপনা পূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপনার অনন্তর বাদী নিজ পক্ষে প্রযুক্ত হেতু যে দুষ্ট নয় কারণ তাতে সব্যভিচারাদি কোনও দোষই নেই , এ বক্তব্য উপস্থাপনা করেন । এভাবে সংক্ষেপে কন্টকোদ্ধার করেন । বিস্তৃতভাবে কন্টকোদ্ধার করলে বলতে পারেন প্রযুক্ত হেতু ব্যভিচারী নয় যেহেতু তা সাধ্যাভাব-অসমানাধিকরণ , সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য প্রযুক্ত হেতু নয় অতএব তা বিরুদ্ধ নয় , অসিদ্ধও নয় কারণ উক্ত হেতু পক্ষে বর্তমান । ব্যাপ্তি পক্ষধর্মতাদ্বয়ের দ্বারা প্রথিত বিরোধী সাধনের অনুপস্থিতি হেতু সৎপ্রতিপক্ষ দোষদুষ্ট , নয় ।

শঙ্কর মিশ্রের মতে কেবলমাত্র নিজ উপস্থাপিত হেতু হেতুর সম্ভাব্য দোষশূন্য একথা প্রতিপাদনই বিচারে নিজ পক্ষ স্থাপনাকারীর পক্ষে যথেষ্ট নয় । দৃষ্টান্ত দোষ শূন্যতা প্রদর্শনও প্রয়োজন । দৃষ্টান্তে সাধ্যসাধনবিকলত্বাদি দোষশূন্যত্ব আছে এ বিষয় প্রদর্শনও আবশ্যক ।[১১] এরূপে কন্টকোদ্ধারানন্তর বাদী বিরত হলে পর প্রতিবাদী বাদীর বক্তব্যের যে অংশের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করবেন তার অনুবাদ বা অনুভাষণপূর্বক আপত্তি উত্থাপন করবেন । বাদীর উপস্থাপিত হেতুর দোষের উদ্ভাবনও পঞ্চাবয়ব প্রয়োগকে অপেক্ষা করে কিনা এ

বিষয়ে মত পার্থক্য আছে । হেতু-অসাধক একথা প্রতিপন্ন হওয়ার অর্থ হেতু সাধ্য সাধনে অক্ষম একথাই প্রদর্শিত হওয়া । বাদীর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর আপত্তি উত্থাপন সমাপ্ত হলে পর প্রতিবাদী নিজ পক্ষ স্থাপন করবেন । ভাষ্যকারের মতে বাদবিচারে অংশগ্রহনকারী পুরুষদ্বয় নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করবেন । বাৎস্যায়নের ভাষায় বাদ প্রত্যধিকরণ-সাধন । কিন্তু ভাষ্যকার এমন বাদ স্থলের কথাও স্বীকার করেছেন যে স্থলে কোনও এক পক্ষ অপর পক্ষের সাধক ও বাধক যুক্তির পর্যালোচনা শ্রবণ করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন , কিন্তু নিজে কোনও পক্ষের উপস্থাপনা করেন না । সুতরাং বাৎস্যায়নের উক্ত মতকে প্রায়িক বলে গ্রহণ করতে হবে । অথবা বাৎস্যায়ন প্রায়িকত্বাভিপ্রায়ে এরূপ বক্তব্যর উপস্থাপনা করেছেন বলে বুঝতে হবে । অর্থাৎ ভাষ্যকারের মতানুসারে প্রায়শঃই বাদ রূপ কথায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করেন । সুতরাং ভাষ্যকারের বক্তব্য যে বাদ উভয় পক্ষ স্থাপনাবতী তা প্রায়িক অভিপ্রায়েই বলেছেন বলে মনে হয় । অতঃপর বাদী নিজ পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি খন্ডন পূর্বক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করবেন । প্রতিবাদী স্বপক্ষের বিরুদ্ধে বাদীর উত্থাপিত আপত্তি খন্ডন পূর্বক বাদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিকে দৃঢ় করবেন । অথবা বাদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিকে দৃঢ় করে নিজ পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির উদ্ধার করবেন ।ঠিক কোন্ ক্রম অনুসরণ করবেন সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই । এভাবেই বাদ ক্রম অগ্রসর হয় ।

সুতরাং বাদে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ বর্তমান । বাদ কথায় অংশগ্রহনকারী পুরুষদ্বয় নিজ পক্ষ স্থাপনার্থে এবং অপর পক্ষের খন্ডনার্থে প্রমাণ ও প্রমাণের সহায়ক তর্ক প্রয়োগ করেন । সূত্রে বলা হয়েছে ‘প্রমাণতর্ক সাধনোপালম্ভ’। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে পরস্পরবিরোধী উভয়পক্ষ কীভাবে প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে নিজ পক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খন্ডন করবেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে বাদে অংশগ্রহণকারী পুরুষ কোনও স্থলে প্রমাণ তর্ক প্রযুক্ত হচ্ছে না বুঝতে পেরেও প্রমাণ তর্ক প্রযুক্ত হচ্ছে এরূপ অভিমান কখনো করবেন না । যা প্রকৃত প্রমাণ ও তর্ক নয় তাকে প্রমাণ ও তর্ক বলে গ্রহণ করা মিথ্যাচারের নামান্তর । বাদ স্থলে মিথ্যাচারের অবকাশ নেই ।

বাদের বিপরীত হচ্ছে জল্প । বাদ প্রশংসিত কিন্তু জল্প নিন্দিত । কেবল জয়ের কথা চিন্তা করে জয়লাভেচ্ছু বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছে জল্প । এখানে তত্ত্বনিরূপনের পরিবর্তে পরমত খন্ডনের মাধ্যমে জয়লাভের বাসনাই প্রাধান্য পায় । অর্থাৎ জল্প হল একপ্রকার আলোচনা যার লক্ষ্য সত্যকে জানা নয় , যার একমাত্র লক্ষ্য অপরকে পরাজিত করে জয়লাভ করা । বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে কোন পক্ষই , যে কোন উপায়ে শাস্ত্রীয় রীতি লঙ্ঘন করেও, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে নিজমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় । বাদের সঙ্গে জল্পের সাম্য হচ্ছে বাদের ন্যায় জল্পও উভয় পক্ষ স্থাপনাবতী । জল্প হচ্ছে উভয় পক্ষ স্থাপনাবতী বিজীগিষু কথা ।[১২] বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষের উপস্থাপনা করেন ।

উভয়েই বিরুদ্ধ পক্ষের খণ্ডন সহ নিজ পক্ষের বিরুদ্ধে অপরের উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন করেন । নিজ পক্ষ স্থাপনার্থে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব প্রযুক্ত হয় । কিন্তু যেহেতু জয় লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বাদী প্রতিবাদী এরূপ বিচারে অংশগ্রহণ করেন সে কারণে নিজ পক্ষ স্থাপনে ও অপর পক্ষের খণ্ডন সর্বত্রই প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যেই হবে তার কোনও অর্থ নেই । সম্পূর্ণ সচেতন ভাবেই নিজ পক্ষ ও অপর পক্ষ খণ্ডনার্থে ছল , জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রভৃতি অসদুত্তরের প্রয়োগ করা সম্ভব ।

জল্প স্থলে জয় লাভ বলতে বিচারে স্বশক্তি ও পরাশক্তি খ্যাপনকে বোঝায় । অর্থাৎ এরূপ বিচার স্থলে বিচারে অংশগ্রহণকারী পুরুষ যিনি অপরের উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন পূর্বক স্বপক্ষ স্থাপনে সমর্থ এবং অপরপক্ষ খণ্ডনে সমর্থ হন তিনিই জয়লাভ করেন ।[১৩] কখনও কখনও যিনি জয়লাভ করেছেন তাঁর উপস্থাপিত পক্ষ সত্যও হতে পারে , অন্ততঃপক্ষে সত্য কখনওই হতে পারে না - এমনটি বলা যাবে না ।

আপত্তি উঠতে পারে যে বিচারে অংশগ্রহণকারী পুরুষ যিনি অপরপক্ষের উত্থাপিত আপত্তির যথাযথ খণ্ডন পূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপনা করতে সক্ষম তাঁর পক্ষে অপরপক্ষের খণ্ডন কি প্রয়োজন ? পরপক্ষের বিরুদ্ধে দোষদ্ভাবন না করা পর্যন্ত স্বপক্ষ রক্ষা করতে সক্ষম হলেও তাঁকে বিজয়ী বলা যায় না ।[১৪]

জল্পের ক্রম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্কর মিশ্র তাঁর বাদিবিনোদ গ্রন্থে বলেছেন বায়ু প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ এরূপ বিপ্রতিপত্তি উপস্থাপিত হলে মীমাংসক পক্ষাবলম্বী বা মীমাংসক বললেন ‘বায়ু প্রত্যক্ষযোগ্য যেহেতু তা প্রত্যক্ষস্পর্শাধিকরণ । যা যা প্রত্যক্ষস্পর্শাধিকরণ তা তা প্রত্যক্ষযোগ্য যেমন ঘট ।’ উপস্থাপিত হেতুটি হেত্বাভাস নয় যেহেতু তার লক্ষণ এ স্থলে প্রযুক্ত নয় । এস্থলে নৈয়ায়িক প্রতিবাদী । নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ স্পর্শাধিকরণত্ব রূপ হেতু প্রত্যক্ষত্বের অসাধক যেহেতু তা প্রত্যক্ষত্ব ব্যভিচারী। তাঁর মতে বায়ু অপ্রত্যক্ষ , নীরূপ বহির্দ্রব্যত্ব হেতু বায়ু অপ্রত্যক্ষ । এ হেতুটি আভাস নয় অর্থাৎ দুষ্ট নয় যেহেতু তার লক্ষণ এস্থলে প্রযুক্ত নয় । অতঃপর মীমাংসক তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করবেন । প্রত্যক্ষস্পর্শাধিকরণত্ব রূপ উপস্থাপিত হেতুর অসাধকত্ব সাধনার্থে প্রযুক্ত প্রত্যক্ষত্ব ব্যভিচারিত্ব যা উক্ত হয়েছে তা স্বরূপাসিদ্ধ । কিন্তু পূর্বপক্ষীর উপস্থাপিত নীরূপ বহির্দ্রব্যত্বরূপ হেতু বায়ুর অপ্রত্যক্ষত্বের অসাধক, যেহেতু তা সোপাধিক । উক্ত উপাধি হচ্ছে নিঃস্পর্শত্ব । এরূপ বিচার অগ্রসর হবে ।

বিতণ্ডা জল্প অপেক্ষাও বেশী নিন্দিত । এখানে স্বমত প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য নয় , উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমত খণ্ডন । অর্থাৎ বিতণ্ডা হল একপ্রকার আলোচনা যার লক্ষ্য সত্যকে জানা নয় , জয়লাভও নয় , যার একমাত্র লক্ষ্য বিরুদ্ধবাদীকে খণ্ডন করা । অশাস্ত্রীয়ভাবে হলেও জল্পে যে স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থাকে , বিতণ্ডায় তেমন কোন প্রয়াস থাকে না । বিতণ্ডাতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষই অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে কেবল প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করতে চায় । অর্থাৎ বিচারে অংশগ্রহণকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটি পক্ষ স্থাপনাযুক্ত বিজিগীষু কথা

বিতণ্ডা ।[১৫] জল্প স্থলের সঙ্গে বিতণ্ডার সাম্য এই বিষয়ে যে বিতণ্ডাও জয় লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘটিত বিচার । যদিও জল্প স্থলে জয়লাভ বলতে স্বশক্তি ও পরাশক্তি খ্যাপন বোঝান হয় । কিন্তু বিতণ্ডা কেবলমাত্র পরাশক্তি খ্যাপন ।[১৬] এস্থলে বৈতন্ডিকের উদ্দেশ্য অপরপক্ষ খণ্ডন , নিজ শক্তি প্রদর্শন । অপর পক্ষকে অবশ্য নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদনা করতে হয় । ক) স্বপক্ষস্থাপন খ) অপরপক্ষের উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন ।[১৭] সুতরাং বিতণ্ডায় অংশগ্রহনকারী উভয় পক্ষই জল্পের ন্যায় নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করেন না ।

বিতণ্ডা কথার ক্রম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ধরা যাক্ ক্ষিতি সকর্তৃক অথবা নয় এরূপ বিপ্রতিপত্তি উপস্থাপিত হলে পরে বাদী ক্ষিতির সকর্তৃকত্ব স্থাপনার্থে কার্যত্বকে হেতুরূপে উপস্থাপনা করলেন । তাঁর বক্তব্যকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত করা যায় -

ক্ষিতি সকর্তৃক

যেহেতু তা কার্য ।

যা যা কার্য তা তা সকর্তৃক । যেমন ঘট ।

সকর্তৃকত্ব ব্যাপ্য কার্যত্ববতী ক্ষিতি ।

সুতরাং তা সকর্তৃক ।

এটি হেত্বাভাস নয় যেহেতু এস্থলে হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রযুক্ত হয় না ।

বাদী এরূপে নিজ পক্ষ স্থাপন করার পর বৈতন্ডিক তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন যে উপস্থাপিত হেতুটি অনৈকান্তিক দোষে দুষ্ট । কারণ উক্ত হেতুটি সাধ্যাভাব অর্থাৎ সকর্তৃকত্বাভাবের অধিকরণ অঙ্কুরে বর্তমান । বাদীর উপস্থাপিত হেতুর বিরুদ্ধে অনৈকান্তিক দোষের আপত্তি উত্থাপন পূর্বক প্রতিবাদী বিরত হলে পরে বাদী উক্ত আপত্তি খণ্ডন করতে সচেষ্ট হবেন । তিনি উত্তরে বলতে পারেন যে উক্ত হেতু অঙ্কুরে বর্তমান হলেও অঙ্কুর সাধ্যাভাবের অধিকরণ নয় কারণ সেখানে সাধ্য বর্তমান । অঙ্কুরে সকর্তৃকত্ব কি কার্যত্ব হেতুর দ্বারা অথবা অন্য হেতুর দ্বারা সাধিত হবে ? উত্তরে বাদী বলতে পারেন যে ক্ষিতিতে যেমন কার্যত্বরূপ হেতুর ভিত্তিতে সকর্তৃকত্ব সাধিত হবে তেমনি অঙ্কুরেও কার্যত্ব হেতুর দ্বারাই সকর্তৃকত্ব সাধিত হতে পারে । এ ক্রমে বিতণ্ডা নামক কথা অগ্রসর হবে ।

জল্প ও বিতণ্ডা স্থলে পরাজয়ের প্রশ্ন থাকায় কোন্ পরিস্থিতিতে জয়লাভ সম্ভব, কোন্ পরিস্থিতিতে বিচারে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ‘পারাজিত’ বলে ঘোষিত হবেন তা নির্দিষ্ট না হলে পরে জয় পরাজয়ের ব্যাপারে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয় ।বাদ বিচার স্থলে যদিও প্রকৃত পক্ষে জয় পরাজয়ের প্রশ্ন নেই কারণ সেখানে

তত্ত্বজ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য । তথাপি অভীষ্ট উদ্দেশ্য লাভ করতে ব্যর্থ হওয়াই পরাজয় রূপে গণ্য হতে পারে । অপরের পক্ষ খন্ডন পূর্বক , অপরপক্ষের আপত্তির নিরাস পূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপন করাই বাদ ও জল্পে জয়লাভের জন্য অপরিহার্য । অপরপক্ষে বৈতন্ডিকের পক্ষে প্রতিপক্ষের মত খন্ডন করতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যদিও বিরোধী পক্ষের ক্ষেত্রে বৈতন্ডিকের আপত্তি খন্ডন পূর্বক স্বপক্ষস্থাপনে সক্ষম হওয়া জয়লাভের জন্য আবশ্যক । এ উদ্দেশ্যলাভে ব্যর্থ হওয়া তাঁর পরাজয়ের নামান্তর । বাদ ও জল্প স্থলে বিচারে অংশগ্রহনকারী পুরুষের পক্ষেই নিম্নোক্ত যে কোনও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে পরেই পরাজয় বরণ করতে পারে।

১/ নিজ পক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে না পারা ।

২/ অপরপক্ষের খন্ডনে ব্যর্থ হওয়া ।

৩/ অপর পক্ষের উত্থাপিত আপত্তি খন্ডন করতে ব্যর্থ হওয়া ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে , বাদ জল্প ও বিতন্ডা - এই ত্রিবিধ বিচার স্থলের মধ্যে কেবল জল্প ও বিতন্ডা স্থলেই জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হতে পারে, বাদ স্থলে কিন্তু জাতিরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হতে পারে না । কারন বাদ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই পরমত খন্ডনের অভিপ্রায় থাকলেও , জয়লাভের ইচ্ছা প্রাধান্য পায় না । এক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সত্য নির্ণয় বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা । কাজেই সত্য নির্ণয় বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে জাতির প্রয়োগ হতে পারে না । কাজেই এটি জাতি প্রয়োগের স্থল নয় । তবে জল্প ও বিতন্ডা স্থলে যেহেতু জয়লাভের, প্রতিবাদীকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্য থাকে সেহেতু উক্ত দুটি স্থলে জাতিরূপ অসদুত্তর প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে । জল্প ও বিতন্ডা স্থলে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই তাদের জয়লাভের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সদুত্তরের দ্বারা পরপক্ষকে খন্ডন করতে না পারলে অসদুত্তর রূপ জাতির প্রয়োগ করে তাদের উদ্দেশ্য লাভের সমর্থ হতে পারেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ, মহর্ষি গৌতমের মতে , যে কারণেই হোক , বিজিগীষু প্রতিবাদী অসদুত্তর প্রয়োগ করলেও বাদী সদুত্তরের দ্বারা তার খন্ডন করবেন ।তাহলে তার জয়লাভ হবে , তত্ত্ব নির্ণয়ও হতে পারে । কিন্তু বাদীও যদি সদুত্তর করতে অসমর্থ হয়ে প্রতিবাদীর ন্যায় জাত্যুত্তরই করেন , তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ফলদ্বয়ের মধ্যে কোন ফল প্রাপ্তিই হবে না । অর্থাৎ জয়লাভও হবে না , তত্ত্ব নির্ণয়ও হবে না । পরন্তু ঐ স্থলে মধ্যস্থগনের বিচারে প্রতিবাদীর ন্যায় বাদীও নিগৃহীত হবেন । সুতরাং এরূপ ব্যর্থ ও নিগ্রহজনক বিচার একেবারেই অকর্তব্য । তাই মহর্ষির মতে, প্রতিবাদী জাত্যুত্তর প্রয়োগ করলেও বাদী কখনোই জাত্যুত্তর বা অসদুত্তর প্রয়োগ করবেন না । বাদী সর্বদাই প্রতিবাদীর উত্তরকে সদুত্তরের দ্বারাই খন্ডন করবেন । কিন্তু

উদ্দ্যোতকর বলেন যে , বাদীর যদি লাভ , খ্যাতির কামনা থাকে তবে তিনি অবশ্যই জাতির প্রয়োগ করবেন । আবার সদ্বিদ্যা রক্ষার্থে ও তত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য বাদীর জাতির প্রয়োগ কর্তব্য ।

নির্দেশিকা

১. ''ন্যায়সূত্র -১/১/১ - ''প্রমাণ - প্রমেয় - সংশয় - প্রয়োজন - দৃষ্টান্ত - সিদ্ধান্ত - অবয়ব - তর্ক - নির্ণয় - বাদ - জল্প - বিতণ্ডা - হেত্বাভাস - ছল - জাতি - নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিশ্রেয়সাধিগমঃ ।''

২. ন্যায়সূত্র -১/২/১৮ - ''সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ।''

৩. ন্যায়পরিশিষ্ট , পৃঃ - ৬ '' তথাচ , স্বাত্মবঘ্যঘ্যাতকত্বং নাম সর্বসাধারণং দুষ্টত্ব মূল্যমস্য সূচিতং ভবতি।''

৪. উদ্দ্যোতকর, বার্ত্তিক ন্যায়দর্শন, ১৯৬৭ , পৃঃ - ৫৯৮ , ''বস্তুধর্মাবেকাধিকরনৌ বিরুদ্ধাবেককালাবনবসিতৌ বস্তুধর্মাবিতি ।''

৫. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ , ১৯১৮, পৃঃ - ২ , তে হি তত্ত্বনির্ণয়ার্থিনো বিজয়ার্থিনঃ সর্বজনীনাভবসিদ্ধান্তানপলাপিনঃ শ্রবণাদিপটবোহকলহকারকাঃ কথৌপয়িকব্যাপারফলা বিসংবাদনসমর্থা অত্যন্তাবহিতা , দূষণদৃশ্বানঃ ।

৬. বরদরাজ , সারসংক্ষেপ তার্কিকরক্ষা , ১৯০৩ , পৃঃ - ২০৮ , সভাপতিরপি বাদিপ্রতিবাদিনোঃ সদস্যানাং চ সম্মতো রাগাদিরহিতো নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ স্বীকরনীয়ঃ ।

৭. ঐ , তস্য চ নিষ্পন্নকথাফলপ্রতিপাদনাদিকং কর্ম ।

৮. মল্লিনাথ , নিষ্কন্টক টীকা তার্কিকরক্ষা । ১৯০৩ , পৃঃ - ২০৮ , নিষ্পন্নকথাফলপ্রতিপাদনং বাদিপ্রতিবাদিভ্যাং মিথঃ পণীকৃতদ্রব্যদাপনম্ । আদি শব্দাৎ স্বয়ং ছত্রচামরাদিদানম্ ।

৯. ঐ , সদস্যানাং তু প্রমেয়বিশেষস্য কথাবিশেষস্য বাদিপ্রতিবাদিনোশ্চনিয়মনং পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণোদ্ভাবনাদিনা কথকগুনদোষাবধারণম্ ভগ্নপ্রতিবোধনং মন্দস্যানুভাষ্য প্রতিপাদনমিতি কর্মাণি ।

১০. বাৎস্যায়ন আদিভাষ্য , ন্যায়দর্শন ১৯৬৭ , পৃঃ - ৫ , বাদঃ খলু নানা প্রবর্ত্তক প্রত্যধিকরণ সাধনোহন্যতরাধিকিরণ নির্ণয়াবসানো বাক্যসমূহঃ ।

১১. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ , ১৯১৮ , পৃঃ - ৩ , এবং দৃষ্টান্তকন্টকা অপি সাধ্যসাধনবিকলত্বাদয়ো যথাস্ফূর্তি নিরসনীয়াঃ ।

১২. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ ,১৯১৮ , পৃঃ - ১২ , উভয়পক্ষসাধনবতী বিজিগীষু কথা জল্প ইতি লক্ষণম্।

১৩. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ , ১৯১৮ , পৃঃ - ১২ , জল্পে হি স্বপক্ষস্থাপনাপরপক্ষদূষণগোচর শক্তিদ্বয়নিরূপণম্ কথকয়োঃ ।

১৪. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ , ১৯১৮ , পৃঃ - ১২ , ননু স্বপক্ষদোষাদ্ধারেণ কৃতকৃত্যঃ স্থাপনাবাদী পরপক্ষমপি কথং দূষয়তীতি চেৎ । ন । যতঃ পরপক্ষদূষয়ন রক্ষিত স্বপক্ষোহপি ন বিজয়ী ।

১৫. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ ,১৯১৮ , পৃঃ - ১৩ , অন্যতর পক্ষস্থাপনাহীনা বিজিগীষু কথা বিতণ্ডা ।

১৬. উদয়ন , পরিশুদ্ধি , ন্যায়দর্শন , ১৯৬৭ , পৃঃ - ৬২০ , জল্পে স্বশক্তিপরাশক্তিখ্যাপনম্ , বিতণ্ডায়াং পরাশক্তিমাত্রপ্রখ্যাপনং চ ফলানি বিবক্ষিতানি ।

১৭. শঙ্কর মিশ্র , বাদি বিনোদ , ১৯১৮ , পৃঃ - ১৩ , অত্র ত্বেকস্য স্বপক্ষপ্রত্যবেক্ষামাত্রেহপরস্যপরপক্ষপ্রতীঘাতমাত্রে শক্তিনিরূপণ মিত্যতো বিশেষাৎ ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. উদয়নাচার্য্য - ১৯৩৮ , ন্যায়পরিশিষ্ট , বর্দ্ধমান উপাধ্যায় রচিত প্রকাশ টীকা সহ নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত , মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং লিমিটেড , কলকাতা ।

২. উদ্দ্যোতকর - ১৯৬৭ , বার্ত্তিক , ন্যায়দর্শন , অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত , মিথিলা ইনস্টিটিউট সিরিজ ।

৩. গৌতম - ১৯৬৭ , ন্যায়দর্শন , ১ম অধ্যায় , ১ম আহ্নিক অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত , মিথিলা ইনস্টিটিউট ।

৪. গৌতম - ১৯৫৮ , ন্যায়দর্শন - তারানাথ ন্যায় তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্র মোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত , মুন্সীরাম মনোহরলাল , নিউদিল্লী ।

৫. গঙ্গানাথ ঝা - খদ্যোত , ১৯২৫ , ন্যায়দর্শন , গৌতমের ন্যায়সূত্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ , গঙ্গানাথ ঝা ও ধুন্দিরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত , চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস ,বেনারস ।

৬. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ - ২০০৩ , ন্যায়দর্শন , ১ম খন্ড , গৌতম সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কোলকাতা ।

৭. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ - ১৯৮৯ , ন্যায়দর্শন , ৫ম খন্ড , গৌতমসূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কোলকাতা ।

৮. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ - ১৯৮৬ , ন্যায়পরিচয় , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক ।

৯. বাচস্পতি মিশ্র - ১৯৬৭ , ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা , ন্যায়দর্শন , অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত , মিথিলা ইনস্টিটিউট সিরিজ ।

১০. বাৎস্যায়ন - ১৯৬৭ , ন্যায়সূত্র ভাষ্য , ন্যায়দর্শন , অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত , মিথিলা ইনস্টিটিউট সিরিজ ।

১১. বরদরাজ - (১৯০৩) তার্কিকরক্ষা সারসংগ্রহসহ , মল্লিনাথ প্রদত্ত নিষ্কন্টক টীকা এবং জ্ঞাণপূর্ণ রচিত লঘুদীপিকা সম্বলিত । বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ ত্রিবেদী সম্পাদিত , বারানসী ।

১২. রত্না দত্ত শর্মা - ২০১১ , ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় , কলকাতা -সহযোগে মহবোধি বুক এজেন্সী , কলকাতা ।

১৩. শঙ্কর মিশ্র - (১৯১৪) বাদি বিনোদ , গঙ্গানাথ শর্মা সম্পাদিত , প্রয়াগ ইন্ডিয়ান প্রেস ।

১৪. Ernst Prets , 2001, Futile and False Rejoinders , Sophistical Arguments and Early Indian Logic , Journal of Indian Philosophy , Kluwer Academic Publishers , Printed in the Nether lands.

১৫. Pradeep P. Gokhale, 1992 , Inference and Fallacies Discussed in Ancient Indian Logic (with special reference to Nyaya and Buddhism) , Sri Satguru Publications , Indian Books Centre , Shakti Nagar , Delhi.